27-9-35
Dikdari

গানের দোলা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

সামাজিক বাণীচিত্র

পায়ের ধুলো

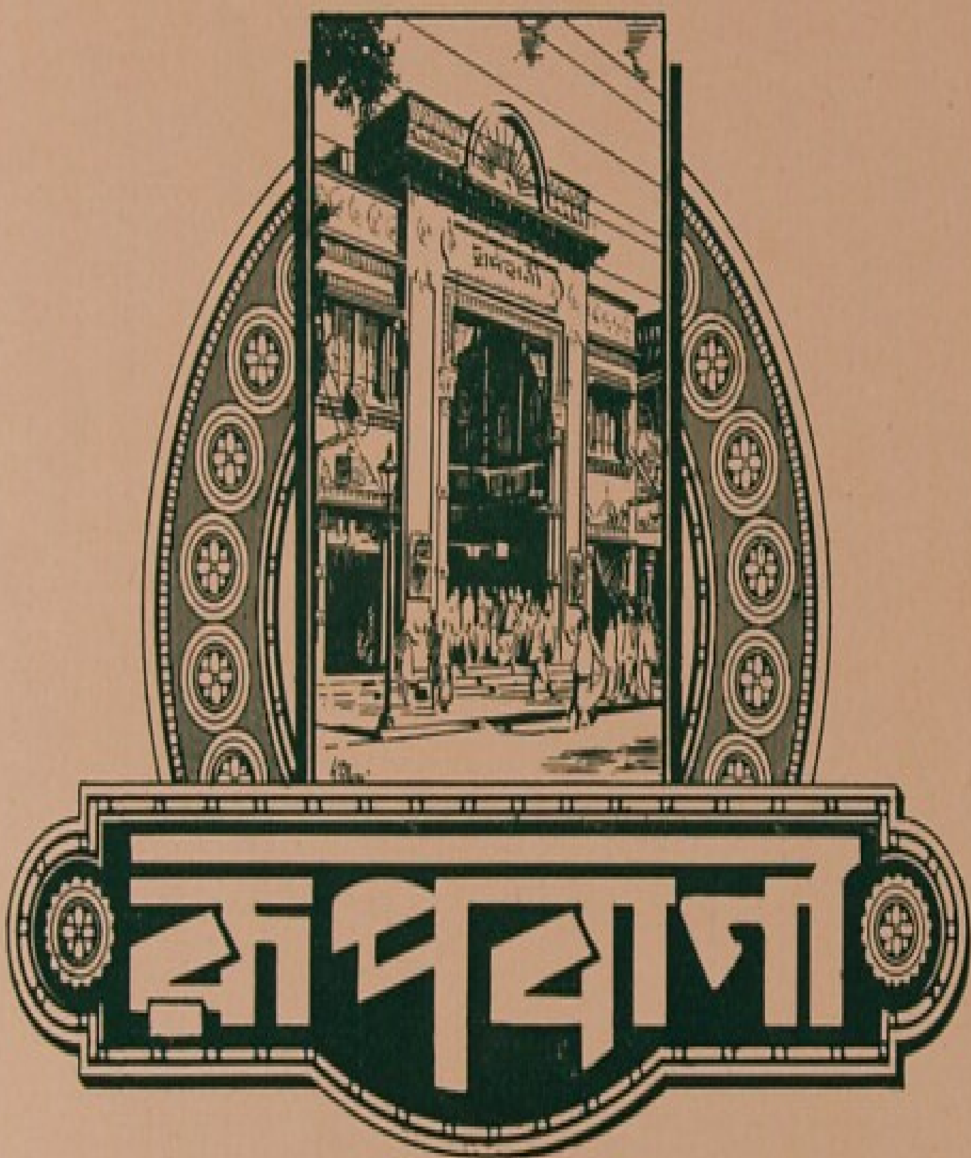

শুভ-উদ্বোধন,

শুক্রবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সাল।

চিত্র-পরিবেশক—

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ভারত ভবন, কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা।

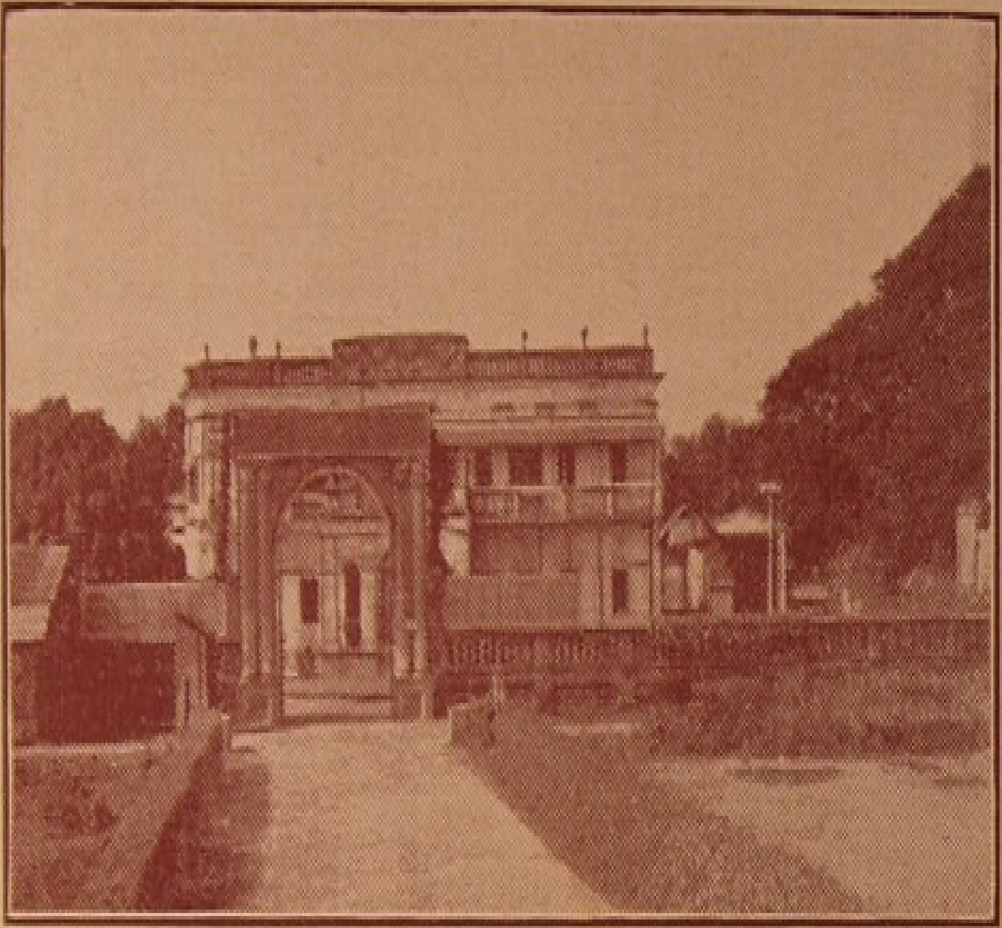

ভূমিকা লিপি

যুগলকিশোর	··· রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়	ইন্‌স্‌পেক্টর	··· প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
আলোকনাথ রায়	··· জহর গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুলমালা	··· সরযূবালা
সত্যানন্দ	··· ললিত মিত্র	রাধারাণী	··· ডলি দত্ত
নিতীশ	··· জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	মঞ্জরী	··· বীণাপাণি
সম্পাদক	··· সন্তোষ সিংহ	যমুনা	··· মুকুলরাণী
রামপ্রাণ	··· ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হরিদাসী	··· প্রকাশমণি
ক্ষিতীশ	··· বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত	করুণাময়ী	··· মনোরমা
খোকা	··· মাষ্টার সতু	নলিনী	··· কমলা দে

সংগঠনকারী

প্রযোজক—
শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা

কথা-শিল্পী ও চিত্র-নাট্যকার—
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

পরিচালক ও ফিল্ম সম্পাদক—
শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র-শিল্পী—
শ্রীশৈলেন বসু

শব্দ-যন্ত্রী—
শ্রীজ্যোতিষ সিংহ
ও
শ্রীকানাইলাল খেমকা

ব্যবস্থাপক—
শ্রীশিবলাল জালান
ও
শ্রীগোপালকৃষ্ণ মহারেশ

গীত-রচয়িতা—
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

সুর-শিল্পী—
শ্রীঅনুপম ঘটক

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ—
শ্রীকুলদা রায়, শ্রীসুধীর দে
ও
শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

নৃত্য-শিক্ষক—
শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃশ্য-সজ্জাকর—
শ্রীবটকৃষ্ণ সেন

রূপকার—
শ্রীহরিপদ চন্দ্র

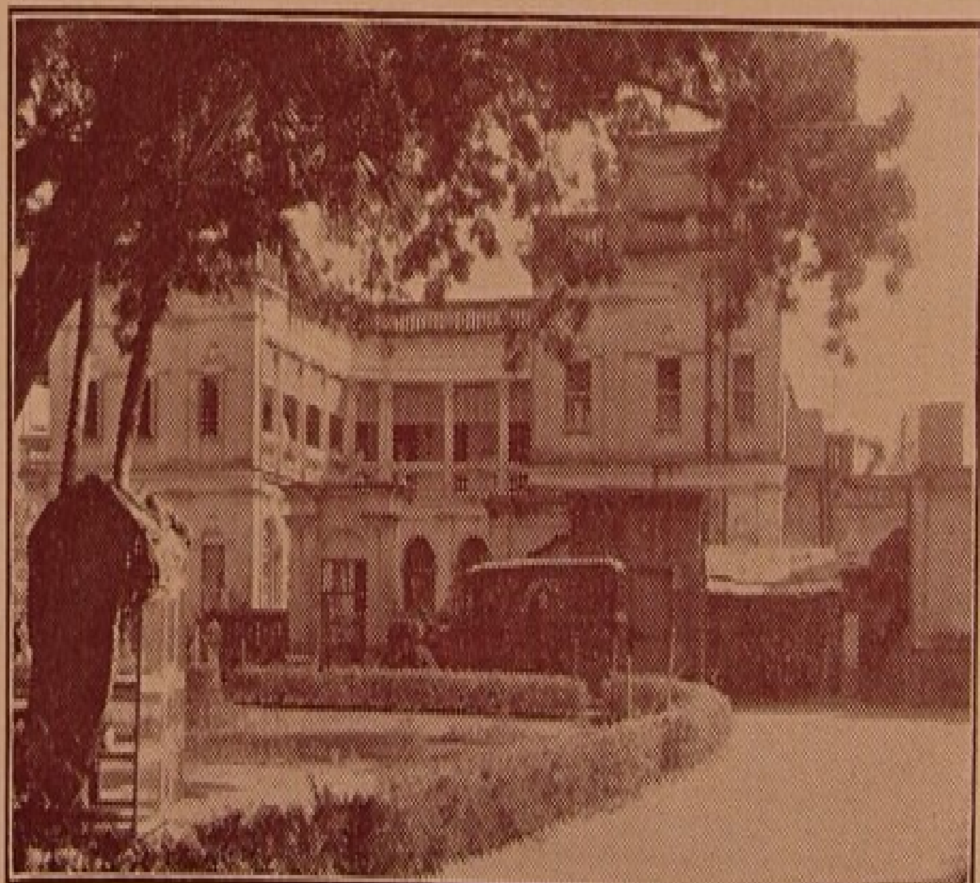

গল্পাংশ

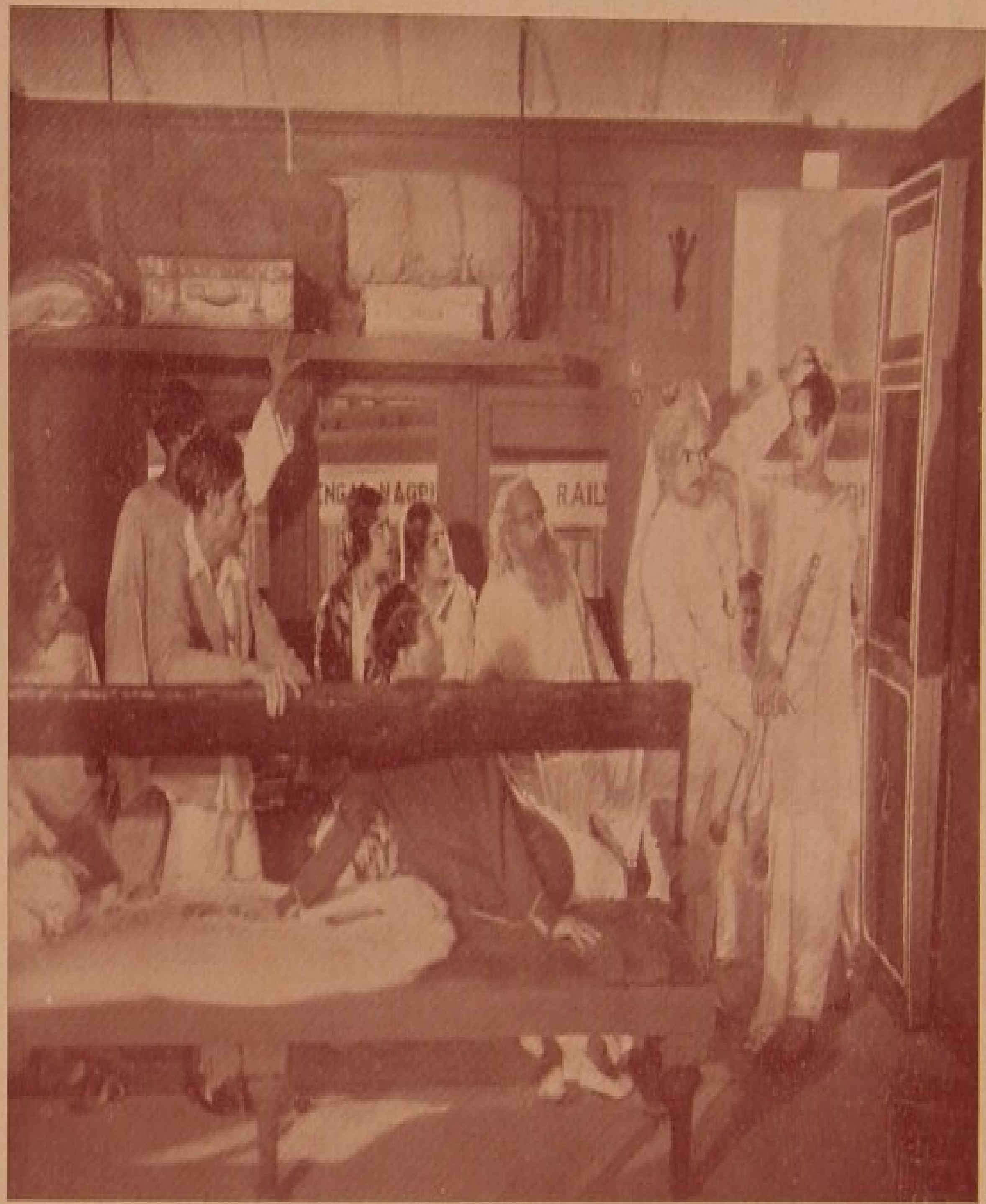

বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, উচ্চ-শিক্ষিত যুবক আলোকনাথ সংসারে একা,—পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কিংবা অভিভাবক বলিতে তাঁহার কেহই ছিল না।

বাঙ্গালীর জাতীয় দুর্ব্বলতায় ব্যথিত হইয়া স্বাস্থ্যবান্ এই যুবক পরম উৎসাহে "বঙ্গ ব্যায়ামাগার" প্রতিষ্ঠা করিলেন। দলে দলে ছেলেরা আসিয়া এখানে বিপুল উৎসাহে ব্যায়াম সুরু করিয়া দিল। বিজ্ঞেরা কহিলেন,—একটা গুণ্ডার আড্ডা স্থাপিত হইল।

একদা ট্রেনে পশ্চিম-যাত্রা-পথে আলোকনাথ স্থানাভাবে বিব্রত এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিজের রিজার্ভ বেঞ্চিখানি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কন্যা ও পত্নীর বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন; ও বেয়াদবীর জন্য দুই একজন অবাঙ্গালী যাত্রীকে যথোচিত শাসন করেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বৃদ্ধ সত্যানন্দের গৃহে আলোকনাথ প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। সত্যানন্দের বিদুষী কন্যা মঞ্জরী আলোকনাথের অনুরাগিনী হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্ম সত্যানন্দ ও তাঁহার পত্নী মনোরমা একটু চিন্তিত হইলেন,—কারণ আলোকনাথ হিন্দুর ছেলে। আত্মীয়-স্বজন কেহই না থাকায় আলোকনাথ কিন্তু সহজেই মঞ্জরীর সহিত বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল।

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

লম্পট জমীদার যুগলকিশোরের পাপদৃষ্টি পড়িল তাহারই প্রতিবেশিনী গৃহস্থ-বধূ মুকুলমালার উপর। মুকুলের পিতৃগৃহের পুরাতন দাসী হরিদাসীর সহায়তায় যুগলকিশোর যুবতীকে অপহরণ করিবার ষড়যন্ত্র করিল।

একদিন হরিদাসী উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিয়া মুকুলকে সংবাদ দিল যে,—তাহার পিতা মোটর চাপা পড়িয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছেন। ঐ কথা শুনিয়া মুকুল স্থির থাকিতে পারিল না,—হরিদাসীর পরামর্শ মত শিশু পুত্রটিকে রাখিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ীখানি কিন্তু মুকুলের পিত্রালয়ে

সেদিন মঞ্জরীর জন্মতিথি। উৎসবান্তে অধিক রাত্রিতে আলোকনাথ সে পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সহসা আর্ত্ত-নারীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তিনি পদাঘাতে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া নির্ভয়ে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। নিমিষের মধ্যে আলোকনাথ দুর্ব্বৃত্তগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ভীতি-বিহ্বলা মুকুলকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। দ্বারদেশে রাধারাণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিও কি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে চান?" সেই গভীর রাত্রে আলোকনাথ গৃহে ফিরিলেন—সঙ্গে দুইটী যুবতী নারী।

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

আলোকনাথ মুকুলকে লইয়া তাহার শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মুকুলের শ্বশুর বৃদ্ধ রামপ্রাণ মুকুলকে আর গৃহে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না। আলোকনাথ মুকুলের স্বামীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে শুনিলেন, যে দিন মুকুল অপহৃতা হয়, সেই দিনই তাহার স্বামী মনের দুঃখে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। নিরপরাধ পুত্র-বধূকে গ্রহণ করিবার জন্য আলোকনাথ রামপ্রাণকে বহু অনুনয় করিলেন; কিন্তু সমাজের ভয়ে বৃদ্ধ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু, মুকুলের দেবর মুকুলের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে আঘাত করিল। "তুমি রাস্তায় না না গিয়া বেশ্যা-পল্লীতে যুগলকিশোরের এক প্রমোদ-ভবনে উপস্থিত হইল। অসহায় মুকুলমালা নিমিষের মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠে যুগলকিশোরের সম্মুখে নীতা হইল।

রাধারাণী যুগলকিশোরের এই প্রমোদ-ভবনের অপর অধিবাসিনী। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহাকেও একদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। মুকুলের এই বিপদে তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল।

সপারিষদ যুগলকিশোর রোরুদ্যমানা মুকুলকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাধারাণী উপায়ান্তর না দেখিয়া বারান্দা হইতে চীৎকার করিতে লাগিল,—"পুলিস! পুলিস!"

দাঁড়ালে তোমার শ্বশুরের নীচু মাথা উচু হবে না! চল বোন্, তুমি আমার বাড়ীতেই চল।"— এই বলিয়া আলোকনাথ মুকুলকে লইয়া স্ব-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

আলোকনাথের চিন্তা-জগতে একটা ঝড়ের সূচনা হইতেছিল। গৃহে তাঁর দুটী যুবতী নারী—আপন জনের মাঝে আর তাদের ঠাঁই নাই! অথচ স্বেচ্ছায় তারা কোন পাপই করে নাই। সমাজের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব হতভাগিনী "পতিতা" নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য আলোকনাথ একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিলেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে তাঁহারই প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইল—"দেবীর আশ্রম", আর নিপুণা, কর্ম্ম-কুশলা রাধারাণী হইলেন তাহার সম্পাদিকা।

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

মঞ্জরী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। একে ত আলোকনাথের বহুদিন দেখা নাই। তার উপর সংবাদ পত্রের স্তম্ভে তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে নিত্য কুৎসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে। স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি স্বয়ং আলোকনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন,—রন্ধনরতা দুইটী যুবতীর সম্মুখে উপবিষ্ট আলোকনাথ পরম আনন্দে কী—আহার করিতেছেন! অভিমানে, ঘৃণায় উত্তেজিতা নারী দ্রুত-পদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন—আলোকনাথকে কোন কৈফিয়ৎ দিবার অবসর পর্য্যন্ত দিলেন না।

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

ঘটনাচক্রে আজ মঞ্জরীর চক্ষেও আলোকনাথ অপরাধী। বিষণ্ণ চিত্তে যুবক সত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহার সৎসাহসের অনেক প্রশংসা করিলেন, মুখে তাঁহাকে অনেক উৎসাহ দিলেন; কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ না করিলে মঞ্জরীর সহিত কিছুতেই তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না, তাঁহাকে এ কথা জানাইলেন।

আলোকনাথ বুঝিলেন, উদার ব্রাহ্ম সমাজও তাঁহার কার্য্য সমর্থন করে না। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আলোকনাথের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "নমস্কার" বলিয়া তিনি গৃহ হইতে

পায়ের ধুলো

১। ট্রেণে তাদের প্রথম পরিচয়ঃ— আলোক, অভিভাবকহীন উচ্চশিক্ষিত যুবক আর মঞ্জরী, সত্যানন্দের কন্যা—কলেজের ছাত্রী।

২। ট্রেণে আলোকের সেই বীরোচিত আচরণে সত্যানন্দ কৃতজ্ঞ: নিত্যই তাঁর গৃহে আলোক নিমন্ত্রিত। মঞ্জরী আলোকের অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন।

৩। লম্পট যুগল কিশোরের কবল হইতে আলোক রাধারাণী ও মুকুলকে উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান হইল না; ক্ষোভে দুঃখে, আলোক এই সব অভাগিনীদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হইলেন।

পায়ের ধুলো

৪। বহুদিন আলোকের দেখা নাই; মঞ্জরী আলোকের গৃহে অনুসন্ধানে গিয়া দেখিলেন—আলোক ও দুইটী যুবতী।

৫। যুগল কিশোরের চক্রান্তে, নারী-হরণের মিথ্যা অভিযোগে, আলোক দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

৬। কারামুক্তির পর ভগ্নস্বাস্থ্য আলোককে লইয়া রাধারাণী ও মুকুল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গুমো যাত্রা করিলেন।

৭। তথায় মুকুল অপ্রত্যাশিত রূপে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল।

৮। আলোক ও রাধারাণীর প্রতিজ্ঞায় মঞ্জরী তখনও মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছিল।

পায়ের ধুলো

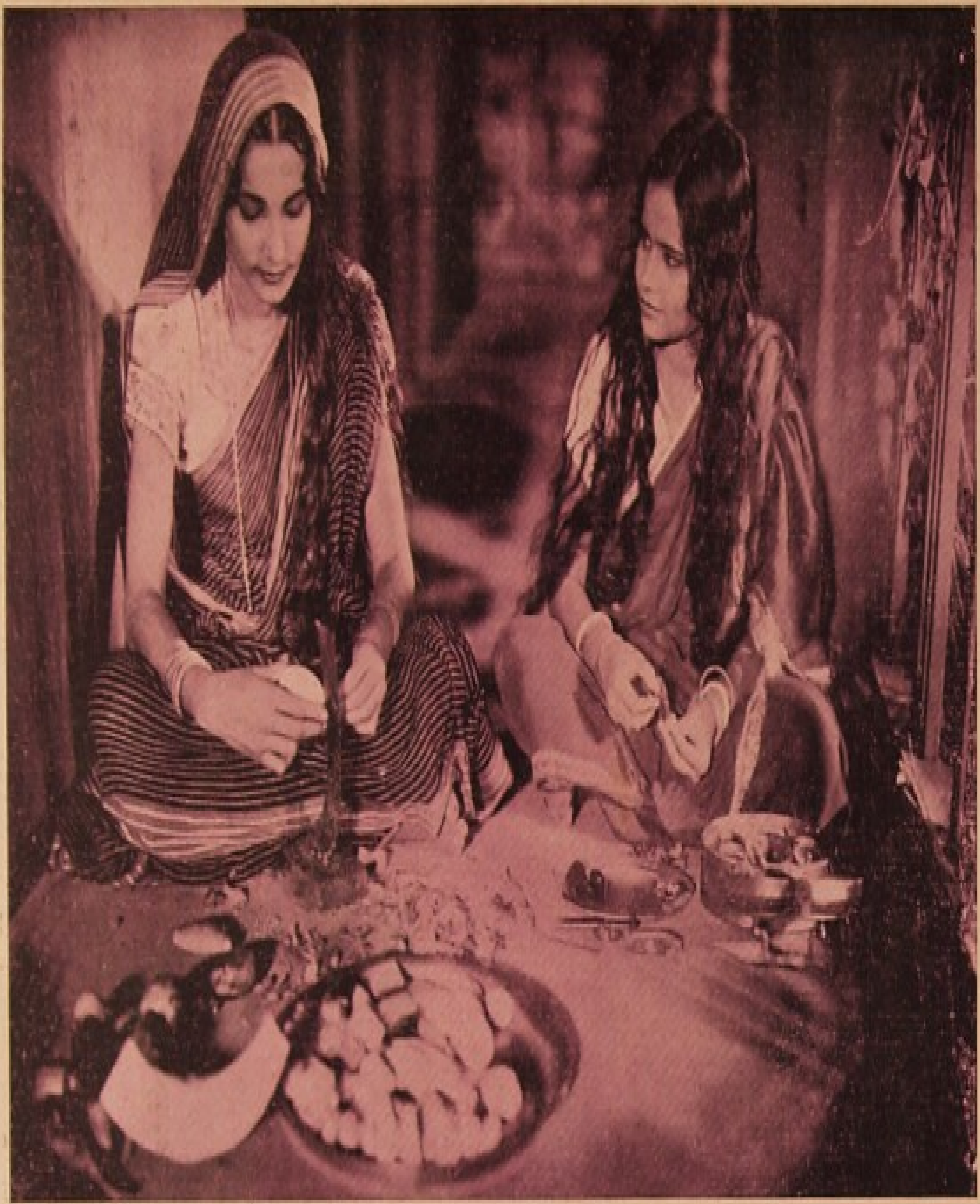

সন্ধকারামুক্ত আলোকনাথ জলযোগ করিতে বসিয়াছেন,—পাশে দাঁড়াইয়া মুকুলমালা। আলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ছবির নীচে ঐ ব্র্যাকেটে অত ফুল কেন মুকুল?" মুকুল বলিল, "দিদি যে তোমার ছবিকে রোজ পূজো করেন,—তিনি বলেন, তুমি দেবতা!" ক্ষণিকের জন্য আলোকনাথ যেন আনমনা হইলেন। ইত্যবসরে রাধারাণী আসিয়া পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিলেন, এবং অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া একেবারে স্থির করিয়া ফেলিলেন, ভগ্নস্বাস্থ্য আলোক-নাথকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাহারা অবিলম্বে গোমো যাত্রা করিবে।

নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী সব শুনিতেছিলেন। আলোকনাথ তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেই মঞ্জরী তাঁহাকে তাঁহার অদ্ভুত সংকল্প ত্যাগ করিতে মিনতি করিলেন,—শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন, "আমার জন্যও কি তাদের ত্যাগ কর্ত্তে পারবে না?" "স্বার্থকে কোন দিন কর্ত্তব্যের চেয়ে বড় মনে করি নাই! আজ বিদায়ের দিনে তোমার সঙ্গে আর তর্ক কর্ত্তে চাই না, মঞ্জরী!"—বলিয়া আলোকনাথ ধীরপদ বিক্ষেপে অদৃশ্য হইলেন। মঞ্জরী শয্যায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

আলোকনাথের হাতে যুগলকিশোর যে-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহা সে ভুলে নাই। সে প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারই রক্ষিতা নবীনা যুবতী যমুনাকে নানারূপ 'শিখাইয়া পড়াইয়া' সে এবার "দেবীর আশ্রমে" পাঠাইয়া দিল। যুগলকিশোরের চক্রান্ত ব্যর্থ হইল না। নারীহরণের অভিযোগে আলোকনাথের দুই বৎসর কারাদণ্ড হইল।

সংবাদপত্রে এই সমাচার অবগত হইয়া সত্যানন্দ মর্ম্মাহত হইলেন,—আর মঞ্জরী?— … …

পায়ের ধুলো

স্থান—গোমো, আলোকনাথের শয্যাগৃহ। কাল—রাত্রি দেড়টা। পাশে একটী চেয়ারে উপবিষ্টা রাধারাণী আলোকনাথকে বাতাস করিতে করিতে তাঁহারই হাতে মাথা রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথার দিকে খোলা জানালার পথে আসা স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় শয্যার আধখানি উদ্ভাসিত! সহসা আলোকনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ধীরে তিনি আপনার হাতখানি সরাইয়া লইলেন, কিন্তু রাধারাণীর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন—আর স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তার সেই পুষ্পের মত প্রফুল্ল মুখের উপর আনত হইয়া পড়িলেন।............

রাধারাণী উঠিয়া নীরবে তাহার আপন শয্যা-কক্ষে চলিয়া গেল।

নব-পরিণীতা নলিনী তাহার স্বামীর সঙ্গে গোমোয় বেড়াইতে আসিয়াছে। মুকুলমালার সঙ্গে এক আমলকী-কুঞ্জে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ। সেই দিনই মুকুলের সঙ্গে সে "আমলকী পাতাইয়া" ফেলিল। তখন কে জানিত যে, তাদের দুই সখীর মধ্যে সতীন সম্পর্ক!

মুকুলমালার সহিত তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পুনর্মিলনে আলোকনাথ আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় সহসা সত্যানন্দের নিকট হইতে তিনি এক টেলিগ্রাম পাইলেন,—মঞ্জরীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন, রাধারাণীসহ তাঁহাকে সে একবার দেখিতে চায়।

তারপর যাহা ঘটিল, তাহা বড় করুণ!—বড় মধুর! ছবির পর্দ্দায় তাহা যেমন ফুটিবে, ভাষায় তেমনটী ফুটিয়া উঠিবে না।

সঙ্গীতাংশ

— এক —

মঞ্জরীর গান

দেখ আমার ফুল বাগানে ফুটছে গানের ফুল,
টগর, চাঁপা, কাঞ্চন, জুঁই, শিমুল, বকুল গুল।
আমার গীতি ফুল তরীতে,
কোন স্বপনে চাই ধরিতে,
তাই তো খুঁজি মেঘের সাথে নীল সাগরের কূল।
নবীন মলয় হাওয়ার কাছে,
আমার গানের সে তার আছে,
যায় বাজিয়ে ছন্দে নদী মন্দিরা অতুল।

—বীণাপাণি

— দুই —

মঞ্জরীর গান

মাধবী জেগেছে মোর প্রাণে,
মন মধু দখিনায়, জানে না সে কারে চায়,
কে যে কথা কয় কাণে কাণে।
কত রং, কত আলো, হাসে আর বাসে ভালো,
কত রামধনু বেণু তানে।
ফাগুণ আমাকে ডাকে, শুনে আমি খুঁজি তাকে,
নাচে আশা, দুটী আঁখি গানে।

—বীণাপাণি

— তিন —

আলোকের গান

চাঁদের মতন মুখ যে তোমার, জোছনার মতন মন,
কুহু তানের মতন তোমার মুখের আলাপন।
দাঁড়াও যখন আমার পাশে,
ফুলের মত অধর হাসে,
নয়ন যে মোর বাউল ভ্রমর মানে না বারণ।
যুগল আঁখির দোল-লীলাতে,
হৃদয় দোলা চায় মিলাতে,
তোমায় পেয়ে জীবন হল মধুর সুখ-স্বপন॥

—জহর গাঙ্গুলী

— চার —

মঞ্জরীর গান

ডাগর দুটী মিষ্টি চোখ আর আকাশ ভরা চন্দ্রালোক,
আমায় যে গো ভুলিয়ে দিলে সব হারানো দুঃখ শোক।
বনের পথে কোন উদাসী,
যায় বাজিয়ে পাগলা বাঁশী,
সাধ যায় ঐ সুরের স্রোতে বাউল জীবন মগ্ন হোক।
মর্ম্ম তারার স্বপ্ন হারে,
জলচে আলো অন্ধকারে,
দুলচে আমার চিত্ত দোলায় ডাগর দুটী মিষ্টি চোখ॥

—বীণাপাণি

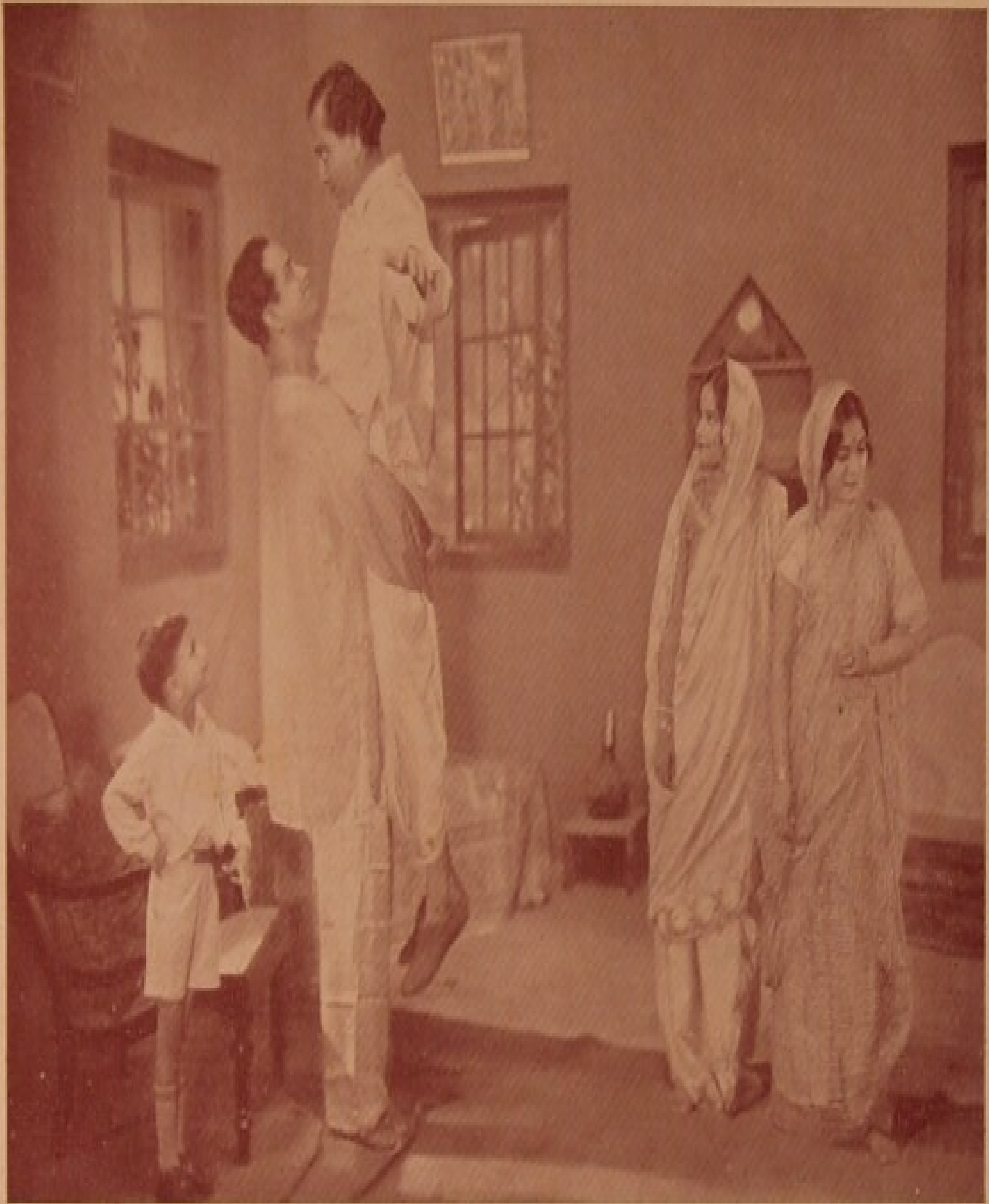

— সাত —

নলিনীর গান

সাজাবো লো সাজাবো,
তোমার মতন এঁচোড় পাকা পক্ক ঘুঁটি কাঁচাবো।
সোনা না পাই পুঁতির মালা, গালার চুড়ি কাঁচের বালা,
(আর) নাকের ডগায় ঝুলিয়ে নোলক বিজয় ঢোলক
বাজাবো।

—কমলা দে

— আট —

আলোকের গান

বাজে শোন মনোবীণাখানি,
প্রাণে পাতা সুর রাজধানী।
কোকিল অলির কাছে, যত নব তান আছে,
গানে মোর জাগে তার বাণী।

—জহর গাঙ্গুলী

— পাঁচ —

কাননের গান

ভালবাসি আমি খালি ভালবাসি গো,
জ্বালা পেয়ে মালা গাঁথি আর হাসি গো।
তুমি অবহেলা কর,
প্রাণ নিয়ে খেলা কর,
সারা বেলা তবু মোর বাজে বাঁশী গো॥

— ছয় —

সাঁওতাল বালক-বালিকার গান

গেয়ে যাই বাজিয়ে মাদল, নাচিয়ে বাদল, মাতোয়ালা গান।
বঁধুয়ার বুকের দোলায় দুল্‌কি তালে দুল্‌চে রঙিণ প্রাণ।
মাথা যার মেখলা কাজল চোখের তারায়,
সে যে ভাই একলা পথে জীবন হারায়,
শুনে তার মনের কথা আউলী মাঠের খেজুর থুপী ধান।
কোথাকার বাউলী রাখাল বাজায় বেণু,
ঝরে তাই বন কদমের নূতন রেণু,
ঘুঙুরের ঘুম ভাঙিয়ে ছুড়তে কে চায় মিষ্টি ফুলের বান।

দিগ্‌-দারী।

সংগঠনকারী

কথা ও কাহিনী—
তুলসী লাহিড়ী
ও
বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

পরিচালনা—
জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

ছায়াচিত্রকর—
প্রবোধ দাস

শব্দ যন্ত্রী—
জ্যোতিষ সিংহ
ও
কানাইলাল খেমকা

চরিত্র—

রাজীবলোচন ...	... তুলসী লাহিড়ী
কেশরী চাঁদ ...	... ধীরেন দাস
ধর্ম্মদাস ...	... রঞ্জিত রায়
সত্যনারায়ণ ...	... জ্যোতিষ সিংহ
জনৈক মহিলা ...	... কমলা (ঝরিয়া)

ইত্যাদি—

গান—

কমলা (ঝরিয়া)

কেন মিলাইলে নয়ন !
প্রভাত বেলা কুসুম বনে,
আছিনু সুখে আপন মনে,
তুমি জাগালে হিয়া মাঝে এ মায়া স্বপন !
কত না নীরব রাত, কত না নীরব দিন,
ঝরা ফুল বনে ফিরিছে বিরামহীন,
কাঁদে হিয়া, এস পিয়া,
মিলন মধুর কর বিরহ শয়ন।

গল্পাংশ

নিরীহ, গো বেচারা প্রকৃতির দরিদ্র, গ্রাম্য ব্রাহ্মণ রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী,—পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক অখ্যাত গ্রামের অধিবাসী। প্রবল অর্থ সঙ্কটের দারুণ নিষ্পেষণে, একদিন একান্ত মরিয়া হইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন,—অর্থ উপায়ের পন্থা খুঁজিতে। তাহার ধারণা কলিকাতা নিতান্তই ছোট যায়গা,—পল্লীগ্রামের মত এ, ওর বাড়ী অবশ্যই জানিবে। কাজেই ব্রাহ্মণীর নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহারই যজমান বনমালী বাবুর বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিলেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া বনমালী বাবুর বাড়ীর খোঁজ করিতে করিতে রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন,—কেহই তাহাকে কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, উপরন্তু তাহারা চটিয়াই অস্থির। অবশেষে পরম দয়ালু ধর্ম্মদাস নামধারী লোকটী তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইল এবং তাহার একমাত্র সম্পত্তি সেই ছোট্ট পুঁটুলিটী লইয়া ট্রামে চড়িয়া উধাও হইল। ব্রাহ্মণ রাজীবলোচন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার এই সর্ব্বনাশে সহানুভূতি দেখান দূরে থাকুক, কেহই তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। কেহ কেহ বা একটী দুটী কথা নিতান্ত বিরক্তিভরে বলিয়া, কেহ বা একটু ঠাট্টা করিয়াই সরিয়া পড়িল। রাজীবলোচন কীংকর্ত্তব্য বিমূঢ়।

ক্রমে রাত্রি আসিয়া পড়িল। রাজীবলোচন কোথায় যায়, কোথায়ই বা রাত্রি যাপন করেন কিছুই ভাবিয়া কুল পায় না। অবশেষে সেই ফুটপাথেই রাত্রি বাস করা স্থির করিলেন। সেইখানেও তাহার নিস্তার নাই,—একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিবারও উপায় নাই। সহরের শান্তিরক্ষক,—পাহাড়াওয়ালা আসিয়া তাহাকে তাড়া করিল এবং ছুটিয়া যাওয়ার সময় একটী চলন্ত মোটরে ধাক্কা লাগিয়া রাজীবলোচন পড়িয়া গেলেন। আরোহী সত্যনারায়ণ বাবু তাহাকে তুলিয়া লইলেন এবং তাহার সঙ্গিনীর অনুরোধে তাহাকে নিজালয়ে আশ্রয় দান করিলেন। রাজীবলোচন সত্যনারায়ণ বাবুর গৃহে দিনাতিপাত করেন।—একদা সত্যনারায়ণ বাবুর আদেশে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে টেলিফোন করিতে যাইয়া এক মহা বিভ্রাটের সৃষ্টি করিলেন।—

❀ ❀ ❀ ❀

রাজীবলোচন অবশেষে বুঝিতে পারিলেন—'কইলকাতা বড় কঠিন ঠাঁই,—এখানে বাস করা দিগ্‌-দারী।'—ঠাঁই কতটুকু কঠিন,—বাস করা কতখানি দিগ্‌-দারী তাহা ছবির পর্দ্দায় ফুটিয়া উঠিবে।—

Printed and published by G. B. Dey, at the Oriental Printing Works, 18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.

মেগাফোনের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালা রেকর্ড

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত

নাট্য সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী
নীহারবালা
চারুশীলা প্রভৃতি

শকুন্তলা

দুর্গাদাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রবি রায়
রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ৬ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত

প্রযোজক—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দি মেগাফোন কোং, কলিকাতা।

FOR

COLLAPSIBLE GATES, WROUGHT IRON GATES

AND

GRILLES.

RING UP B. B. 3234

Manufacturers :—

PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.,

16-1-A, Beadon Street, Calcutta

আধুনিক বৈজ্ঞানিক রসায়নে মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম-রোগ—এমন কি একজিমা, বাত, খোস, পাঁচড়া, ব্রণ, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, বিছার দংশন ও হাজার বিজাণু শীঘ্রই বিনষ্ট করে। ইহার ব্যবহারে কাপড়ে দাগ লাগে না।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ভিভিগ্যান ডিপো,

৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত অয়েল মিলের

তৈল ব্যবহারে

বেরি বেরি হয় না

মিল ও অফিস
২৪৩, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

ফোন বিবি ২১১৪

জি, ঘোষের

বজ্র-বাণ

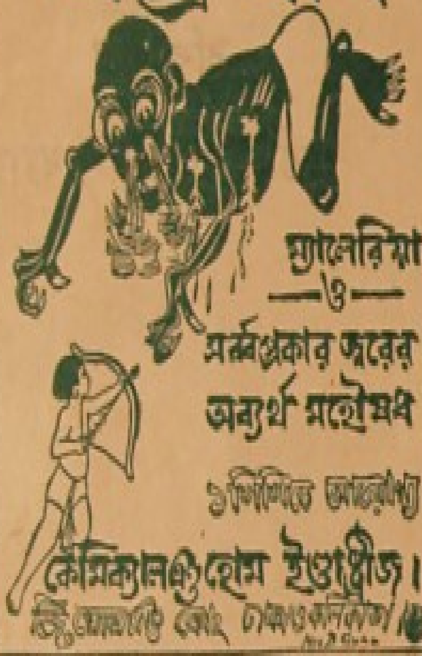

ম্যালেরিয়া
ও
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
অব্যর্থ মহৌষধ

১ মিনিটে আরোগ্য

কেমিক্যাল এণ্ড হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ।

জি, ঘোষ এণ্ড কোং, ঢাকা ও কলিকাতা

টাইকো সোডা ট্যাবলেট

অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপার
ও অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদিতে
প্রদম্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

ব্রাঞ্চ অফিস—
রংপুর, শ্রীহট্ট, বেনারস
Benares

জি, ঘোষের নারিকেল তৈল

জগদ্বিখ্যাত জি, ঘোষের
১ নং গণেশ মার্কা
খাঁটী ও সুবাসিত-
তিল তৈল

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী
বায়ু নাশক
মহোপকারী কেশ তৈল

কেশের অকাল পক্কতা
ও
কেশ পতন রোধ করে

জি, ঘোষ, ঢাকা ও ২০ নং অপার সারকুলার রোড কলিকাতা

৺পূজোয় ছোটদের উপহার

"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত

গল্পবীথি

এবার পূজোয় বেরিয়েছে। শিশুমনের অদ্ভুত কল্পনাকে অব্যাহত রেখে কতকগুলি সুন্দর নীতি পরিবেষণ করা হয়েছে। গল্পের মাধুর্য্যে, রঙবেরঙের ছবির জৌলসে বইখানি ঝলমল।

দাম ছয় আনা।

নীতিগল্পগুচ্ছ

ছেলেমেয়েদের আদরের বই। পারসিক নীতিগ্রন্থ গুলিস্তাঁর ছায়া অবলম্বনে লিখিত। প্রত্যেক গল্পটি রত্নখনি। এক রঙা ও তিন রঙা ছবিতে ভরা। সর্ব্বজন প্রশংসিত। এবার ৺পূজোয় চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছে।

দাম ছয় আনা।

শিল্পী শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লিখিত

বেজায় হাসি

হাসির কবিতার বই। এ ধরণের রঙ্গ ব্যঙ্গ ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকার। এই বইএর ছবিগুলিও ব্যঙ্গাত্মক। এত কম দামে এত বড় কবিতার বই বাজারে এই প্রথম।

দাম পাঁচ আনা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত

আজবদেশে অমলা

বিলাতী শিশু-সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস Alice in Wonderlandএর অনুবাদ। বাংলায় এসে Alice নাম পেয়েছে—অমলা। অমলার ভ্রমণকাহিনী ছেলেমেয়েরা পড়ে আশ্চর্য্য হবে। পাতায় পাতায় ছবি।

দাম আট আনা।

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ভাষা-মায়ের আঙিনায়—

ছোটদের

আহরিকা

এতে আছে— শিশু-মনের ফুল-বাগিচা!

স্বপ্নদিনের নতুন রূপকথা, ইতিহাসের বীরবিক্রমের কাহিনী, বাংলা দেশের মা বোন ভাই বন্ধু ও সমাজ নিয়ে বুকে দাগ-রেখে-যাওয়া সামাজিক গল্প, অনাবিল নক্সা, নতুন ধরণের নাটিকা ও গান…তার ওপর রঙ বেরঙের ছবি দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়কে জ্যান্ত করা হ'য়েচে।

মায়ের ভাষার সব পূজারী-ই এ'তে লিখেছেন—
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নতুন গল্প—'গেছো বাবা'
শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তাঁর নতুন গল্প—'ছেলেধরা'
অনুরূপা দেবী দিয়েছেন নতুন নাটিকা—'মহাদেবী'
দীনেশ সেনের—'জীব ও রূপনারায়ণ'
জলধর দা'র ছেলেবেলার বেড়ানোর কথা—'ভবঘুরের কথা'
শ্রীসীতা দেবীর বড় গল্প—'জন্মান্তর'
সৌরীন বাবুর—'মডার্ণ রূপকথা'
গান ও স্বরলিপি—সরলা দেবীর
শৈলজানন্দের খুব বড় গল্প—'গরীবের চোখের জল'
প্রবোধ সান্যালের তাজা গল্প—'নীলু'
মোহন গাঙ্গুলীর—'স্কুলের অচেনা পথ'
অসিত হালদারের হাসির নক্সা—'মেলার মুখোস'
রমাপ্রসাদ চন্দের—'বার ভুঁইয়ার প্রতাপ' ইত্যাদি ··

আর কত লিখি ?—

তার ওপর আছে মনের সঙ্গে দেহকে খাটানোর দু'একটা বৈজ্ঞানিকী···রঙীন্ কালিতে ছাপা—চিত্রে চিত্রময় ··প্রায় চারশো পাতা, ছবি দিয়েছেন, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা দেশের সব গুণী চিত্র-শিল্পীই।

দাম—১৸৹ সাত সিকা

সম্পাদক—শ্রীব্রজমোহন দাশ

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির, ২২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে, বিনা বিজ্ঞাপনে, ব্যবসায় সিদ্ধিলাভ—অসম্ভব !!!

১৬-১-এ, বিডন ষ্ট্রীট

ফোনঃ বি-বি ৩২৩৪

সিনেমা স্লাইড্

সিনেমা প্রোগ্রাম

প্রাচীর-পত্র এবং কলিকাতা কর্পোরেশানের শৌচাগার সমূহে

বিজ্ঞাপন দিলে—অতি স্বল্পভে প্রচারের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিবে। **স্মরণ রাখিবেন**—সারা ভারতবর্ষে প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিয়মিতভাবে সিনেমা দেখিয়া থাকেন।

সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন অপেক্ষা সিনেমা শ্লাইড এবং সিনেমা প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপন দিলে উহার প্রচার বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায়

ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে ?

আপনি বিচক্ষণ ব্যবসাদার হিসাবে এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন কি ?

আমাদের এজেন্সী—

সোল এজেন্সী— (শ্লাইড্ ও প্রোগ্রামের)	সোল এজেন্সী— (শ্লাইড ও প্রোগ্রামের)	সাব্-এজেন্সী— (শ্লাইড ও প্রোগ্রাম)	বিবিধ—
১। রূপবাণী	৫। এলাফন্ ষ্টোন—বাঁকীপুর	১। চিত্রা	১। কলিকাতা কর্পোরেশানের ইউরিনাল সমূহ
২। ছবিঘর	৬। মান প্রকাশ—জয়পুর	২। ইটালী টকীজ	২। আসামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র "অসম"
৩। বিচিত্রা—বর্দ্ধমান	৭। চিত্রালয়—ঢাকা	৩। পূর্ণ থিয়েটার	৩। সর্ব্বপ্রকার পোষ্টার ও Handbills.
৪। রিগ্যাল টকী—লক্ষ্ণৌ		৪। বিজলী	
		৫। আলেয়া	
		৬। নিউ সিনেমা	

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্তের

নব-মঞ্জরী

২৯টি নূতন গান ও প্রত্যেক গানের স্বরলিপি। উপরন্তু মঞ্জরী'র সমস্ত স্বরলিপিই ইহাতে আছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, 'মঞ্জরী' অপেক্ষাও মনোরম। অথচ একখানি হাফ্‌টোন্ আর্টপ্লেট্ ছবি সমেত মূল্য মাত্র ১।৵০।

যে সব গানের স্বরলিপির জন্য দিল্লী, মীরাট, রেঙ্গুন হইতে অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে সেই সব স্বরলিপিও ইহাতে পাইবেন :—চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়, সে যে আমার দেশের আলো, জল ত এবার হ'ল ভরা, প্রেয়সী ও নয়ন কেন ছল ছল রে; ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর ও স্বরলিপি :—শীতের শেষে ভীরুর মত......ইত্যাদি।

মঞ্জুলা

১॥০

দুলালী

১

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীরামেন্দু দত্ত, ৪৬নং রিচি রোড, বালীগঞ্জ, ফোন নং—সাউথ ৭০২

এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।